দৈনিক
ইত্তেফাক

বন্ধ করা হোক ইনকোর্স পরীক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি (পাস) ও (অনার্স) কোর্সে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতি বিষয়ে ২০ নম্বরের ইনকোর্স পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ১৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ৫ নম্বর ক্লাসের উপস্থিতির ওপর মোট ২০ নম্বরের পরীক্ষার নম্বর ডিগ্রি কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায় যা ফাইনাল পরীক্ষায় যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়। কিন্তু এ ইনকোর্স পরীক্ষা নিয়ে এবং নম্বর পাঠানো নিয়ে কলেজগুলোতে অনিয়ম চলছে। পরীক্ষা যাই হোক কিংবা না দিলেও টাকার বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত নম্বর পাওয়া যায়। আবার উপস্থিতি না থাকলেও ৫ নম্বর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় (উপজেলা সদর/ গ্রাম অঞ্চলে) যে সমস্ত ডিগ্রি কলেজ রয়েছে সেগুলোর ডিগ্রি পর্যায়ের অধিকাংশ ছাত্রই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা কদাচিৎ কলেজ আসে। পরীক্ষা এলে শিক্ষকদের কাছে চূড়ান্ত সাজেশন নিতে আসে। ছাত্রীদের বেলায় অনেকের বিয়ে হয়ে যায়। যার কারণে মেয়েদের নিয়মিত কলেজ আসা হয় না। ফলে এ পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীর মেধার মূল্যায়নের পরিবর্তে অবমূল্যায়ন হয় বেশি। তাই এ ইনকোর্স পরীক্ষা পদ্ধতি বন্ধ করে ৭৫ নম্বরের রচনামূলক পরীক্ষা ৩ ঘণ্টায় এবং ২৫ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ৩০ মিনিটে এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উঠিয়ে ৭৫ নম্বরের রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি করা হোক—

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৫টি × ৫ = ২৫
বড় প্রশ্ন ৫টি × ১০ = ৫০

স্নাতক পর্যায়ে বিশ্বের কোথাও এ ধরনের সস্তা নম্বর প্রদান পদ্ধতি নেই। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ স্নাতক কোর্সকে বিবেচনা করা হয়। আর এ প্রচলিত পদ্ধতি দিয়ে কখনো মানসম্মত গ্রাজুয়েট তৈরি করা যাবে না। ফলে এ বিষয়ে অতিসত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অর্থাৎ ২০১৭-১৮ শিক্ষবর্ষ থেকে উপরিল্লিখিত পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ কে আজাদ
সহকারী অধ্যাপক,
রহনপুর ইউসুফ আলী কলেজ,
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর